বিশেষ বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বুলেটিন

সংখ্যা ▸১১৫ | বর্ষ ▸১৫ | জানুয়ারি ২০২০ বিশেষ সংখ্যা

DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL BANGLADESH

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

দুর্নীতি-মাদক-জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

পৃষ্ঠা: ০১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বাংলাদেশে মাদক বিরোধী কার্যক্রম

পৃষ্ঠা: ০২-১০

৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় উৎসর্গকৃত

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি দমন কমিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একসাথে কাজ করবে

পৃষ্ঠা: ১০

ভারত থেকে পেঁয়াজের ভেতরে আসছে ইয়াবা

পৃষ্ঠা: ১১

অপারেশনাল কার্যক্রম

পৃষ্ঠা: ১১

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

পৃষ্ঠা: ১২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

২ জানুয়ারি ২০২০

www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০
ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd

দুর্নীতি-মাদক-জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ছবি সংগৃহীত)

টানা নবমবারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় দলীয় নেতাকর্মীরা গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ শনিবার সন্ধ্যায় গণভবনে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন। এ সময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে, আওয়ামী লীগ হচ্ছে জনগণের দল, বাকিগুলো মিলিটারি ডিকটেটরদের, উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো। কাজেই তাদের জনগণেরপ্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। জনগণের কথা বলার জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ গড়ে উঠেছিল। সে কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। সেভাবে দলের মান সম্মান যাতে থাকে, মানুষের আস্থা বিশ্বাস যাতে অর্জন করা যায় সেভাবে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করবেন।

আবারও দুর্নীতি-মাদক-জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের যে অভিযানটা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মাদক এটা অব্যাহত থাকবে। এটা না করলে আমরা দেশকে উন্নত করতে পারব না।

তিনি বলেন, জাতির পিতা স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আমাদের লক্ষ্যটাই হলো তার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সে বাংলাদেশটা আমরা গড়তে চাই। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি। সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বাংলাদেশে মাদক বিরোধী কার্যক্রম

মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ
(সচিব) মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

ভূমিকা

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিশ্বের প্রতিটি দেশেই মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া থেকে ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা থেকে ওশেনিয়া– দেশে দেশে, নানা নামে বাহারি মাদকের উপস্থিতি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর কষ্টের শেষ নেই মাদকাসক্ত পরিবারগুলোতে। সরকার, সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাদক সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। ব্যাপকবিস্তৃত এই মাদক নির্মূল জটিল একটি প্রক্রিয়া ও কঠিন চ্যালেঞ্জের। নতুন এক উদ্বেগের বিষয় হলো, মাদকের অপব্যবহার ও চোরাচালানের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যবহার হচ্ছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদে। স্বাভাবিকভাবেই তা বিপন্ন করছে বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি।

ভৌগোলিকভাবেই বাংলাদেশ মাদকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের সীমান্ত অঞ্চলে মাদকের ছোট-বড় কারখানা গড়ে ওঠেছে।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাদকদ্রব্যের পাচার রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিজস্ব গবেষণা, নীতিমালা ও কৌশল প্রয়োগ করে মাদকের আগ্রাসন কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফল হয়েছে। অধিদপ্তর মনে করে, শুধু আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়, মাদকের চাহিদা হ্রাসে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন জরুরি। মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা যেমন বাড়াতে হবে, সেই সঙ্গে কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসাও নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে মাদকাসক্তকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে হবে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপট ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

প্রাচীনকাল থেকেই সারাবিশ্বে মাদকের নানাবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। পূজা-পার্বণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং বিনোদনে এদেশের অনেক আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মদ, তাড়ি, পচুঁই ও গাঁজা-ভাং এর প্রচলন ছিল। উপজাতীয় সংস্কৃতিতে জগরা, কানজি ও দো-চোয়ানি ইত্যাদির ব্যবহার এখনও রয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে প্রথম আফিম চাষ ও ব্যবসা শুরু করেছিল। এ নিয়ে একটি ফরমান জারি ও কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদন করে চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করত। তারা এ দেশে আফিমের দোকান চালু করে। ব্রিটিশদের কর্তৃক ১৮৫৭ সালে আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন এবং ১৮৭৮ সালে আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরবর্তীতে গাঁজা ও মদ থেকেও রাজস্ব আদায় শুরু হয় এবং ১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আফিম, মদ ও গাঁজা ছাড়াও আফিম ও কোকেন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের মাদকের প্রসার ঘটলে ১৯৩০ সালে সরকার The Dangerous Drug Act-1930 প্রণয়ন করে। একইভাবে সরকার আফিম সেবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৩২ সনে The Opium Smoking Act-1932 প্রণয়ন এবং ১৯৩৯ সালে The Dangerous Drug Rules-1939 প্রণয়ন করে। ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৬ সালে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারা বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ জারি করা হয়। ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমন, এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, আইনের প্রয়োগ, আইনের তফসিলভুক্ত ঔষধ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল-কেমিক্যাল আমদানির লাইসেন্স প্রদান, আমদানিকৃত কাঁচামালের ব্যবহারসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং, উৎপাদিত ফিনিশড প্রোডাক্ট পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নোডাল (প্রধান) সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বোচ্চ সাজার বিধান রেখে আইন প্রণয়নসহ প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াতে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। বৃহত্তর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এখন আরও বেশি দক্ষ ও কার্যকর।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে গৃহীত পরিকল্পনা

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে **'জিরো টলারেন্স নীতি'** ঘোষণা করেছেন। মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিবীক্ষণ করা হয়। গত ১৪ মে, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্ট কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি সময়ে সময়ে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

ভিশন : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি ও নির্দেশনা : কাউকেই ছাড় দেয় না মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অত্যন্ত দায়িত্বশীল। মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে কাউকে কোনো ধরনের ছাড় দেয় না। সন্ত্রাস-জঙ্গি দমনে সফলতার পর দেশ থেকে মাদক নির্মূলেও কঠোর অবস্থানে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মাদক ব্যবসায়ীদের অপতৎপরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ বিষয়টি অন্যান্য দায়িত্বশীল বাহিনীদের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবিসহ অন্য বাহিনীগুলোও এখন মাদক নির্মূলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, যে কারণে কমে এসেছে মাদকের চোরাচালান ও ব্যবহার।

মাদক নির্মূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর সাথে সংগতি রেখে ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপটেস্টের ডিপিপি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সঙ্গতি রেখে অধিদপ্তর তার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।
- মাদকবিরোধী সরকারি/বেসরকারি যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় মাদকদ্রব্য উপদেষ্টা কমিটি', মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি', জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে 'জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি' এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে 'উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি' রয়েছে।
- এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচার বিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি সময়ে সময়ে অভিযান পরিচালনা করছে।
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ৩১ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপনের বিষয় অনুমোদিত হওয়ায় ইতোমধ্যে তথায় স্থায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যালয় চালু হয়েছে। মূলত নৌপথে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ি ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা অনুপ্রবেশ রোধকল্পে স্থাপিত অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১টি টাওয়ার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকনাফে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১০ জন ব্যাটালিয়ান আনসার সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি সীমান্তবর্তী মাদকপ্রবণ জেলায় ১০ জন করে ব্যাটালিয়ান আনসার সংযুক্ত করা হয়েছে।
- সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭/১২/২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- হেরোইন ও ফেনসিডিলসহ নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় পণ্য আমদানীকারক ও বিক্রেতার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৪ অনুযায়ী মাদক কারবারীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বহুল প্রতীক্ষিত রেশন ও তদন্ত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশ্বমানের

ইন্টারোগেশন ইউনিট স্থাপন, ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, উন্নত গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নৌ ইউনিট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড ইউনিট স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন ল্যাব স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। মহাপরিচালক হতে সিপাই পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে পোশাক বিধিমালা চূড়ান্তকরনের কাজ চলমান রয়েছে।

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অপরাধ দমন কাজে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (উপ-পরিদর্শক, পরিদর্শক, সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক) আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে অধিদপ্তরে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে।
- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর সাথে সংগতি রেখে এ্যালকোহল বিধিমালা; লাইসেন্স, পারমিট, ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা; আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিস্পত্তি বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে যাচাই-বাছাই পূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিক করার লক্ষ্যে জনবল নির্ধারণ ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জনবল ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জমির পরিমান ৩ একর হতে ৫ একর নির্ধারণ করায়, সে মোতাবেক ৫ একর জমি নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে The Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর সহায়তায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM) it)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

মাদক নির্মূলে বহুমুখী কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মূলত তিনটি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়–

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)
(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)
(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

চাহিদা হ্রাস বা নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম (Demand Reduction)

চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। কারণ চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়। এর মধ্যে রয়েছে–

জনসচেতনতায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা

মাদক নিয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলে সারা বছরই। তবে ২০১৬ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, আইজিপি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত আছে।

মাদকবিরোধী প্রচার কাজের পরিসংখ্যান

ক্র. নং.	কাজের বিবরণ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯ (নভেম্বর পর্যন্ত)
০১	মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	১,৫৭,৭৮৫ টি	১,৬৪,২৩৬ টি	---	---
০২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	৯,৪৭,৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯ টি	১৪,২০,০০০ টি	২০,০০০টি
০৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	৭৫,১৩১ টি	৮,০০০ টি	---	---
০৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,৬০৭ টি	৭,২৬১ টি	৮,৮৯৮ টি	৫,৬২০ টি
০৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণী বক্তৃতা	১,৪৬৯ টি	২,৪৬০ টি	৫,৪৪৭ টি	৫,৩২৩ টি
০৬	স্যুভিনির প্রকাশনা ও বিতরণ	২,০০০ টি	২,৬০০ টি	২,২০০ টি	---
০৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮,৩৩৫ টি	১,৩২৫ টি	১,৯৪১ টি	১৯,১৭০টি
০৮	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	১৮,০০০ টি	১৮,০০০ টি	৯,০০০ টি	৩,০০০ টি

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ

শিক্ষার্থীদের মাদক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' সংবলিত ৪০,০০০টি ফেস্টুন মুদ্রণ করে ১৮,৯০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি (TOR) এবং সুনির্দিষ্ট একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি

ধারাবাহিকভাবে সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়, উপ-আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও জনসমাগম স্থলে নিয়মিত সভা-সমাবেশ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের উপ-আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কারাগারসমূহসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মাদকমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মাদক সংক্রান্ত বিদ্যমান টপিকসগুলোকে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সারা দেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন ও কর্মসূচি গ্রহণ চলমান আছে। দ্রুত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন শেষ হবে।

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান (নভেম্বর পর্যন্ত)

ক্র. নং	বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
০১	ঢাকা	৪,৯২১টি	৪,৯২১টি	--
০২	চট্টগ্রাম	৪,৮২৫টি	৪,৭৮৯টি	০৩টি
০৩	রাজশাহী	৫,৩৪৭টি	৫,৩৪৭টি	--
০৪	খুলনা	৪,৫৭৫টি	৪,৩৪৬টি	২২৯টি
০৫	বরিশাল	৩,০২৯টি	২,৮৬৪টি	১৫৪টি
০৬	সিলেট	১,৪৮৭টি	১,৪৮৭টি	--
০৭	রংপুর	৪,৮৭০টি	৪,২৬০টি	৩২০টি
০৮	ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২,৩৩৩টি	২০টি

ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৬টি মাদকবিরোধী টিভিসি (বিজ্ঞাপন) তৈরি করে। টিভিসিগুলো ১০টি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে পিকআওয়ারে প্রচার করায় জনসচেতনতা বাড়ছে। তাছাড়া বিভিন্ন মিডিয়ায় মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। এ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারিও প্রদর্শন করে থাকে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম

জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষত: তরুণদের জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যেকোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের Facebook page-এর মাধ্যমে প্রকাশ করছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং Facebook সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন।

LED বিলবোর্ড, কিওস্ক (KIOSK) ও ডিজিটাল ভ্যান

মাদকবিরোধী ডিজিটাল প্রচারের নতুন সংযোজন এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস, যা প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ টি করে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বিশেষ দিবসে (গত ২৬ জুন) ডিজিটাল ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী প্রচারকার্যক্রম চালানো হয়। এছাড়াও ৬ টি বিভাগীয় শহরের দৃশ্যমান স্থানে LED বিলবোর্ড স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা

মাদকের আগ্রাসন কমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে জুমার নামাজের সময় খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনা অত্যন্ত জটিল কাজ। কারণ নানাভাবে দেশে মাদক ঢুকছে। মাদক কারবারীরা নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে চায়। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী করে থাকে–

* দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন।
* মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশি করা।
* মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা।
* মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।
* অভিযানিক কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন।
* মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs).

* INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, সহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় ও কাজের সমন্বয় সাধন।
* দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
* মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সারাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ২টি মেট্রো উপ-অঞ্চল ও ৬টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্ট গার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার

ক. ২০১৪ সাল-নভেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত আসামীর পরিসংখ্যান :

বছর	অভিযান	মামলা	আসামী
২০১৪	৩৪,৬৪৩	১১,৭২৩	১২,৫৯০
২০১৫	৩৪,০৭৩	১০,৫৪৮	১১,৩০০
২০১৬	৩৩,০২৪	৯,৭৭৩	১০,৪৬৫
২০১৭	৩৯,৫৮৫	১১,৬১২	১২,৬৫১
২০১৮	৪৭,৪০৭	১৩,৭৯৩	১৫,১১৬
২০১৯ (নভেম্বর মাস পর্যন্ত)	৫৭,৫৬০	১৫,৭৪২	১৬,৬৪৮

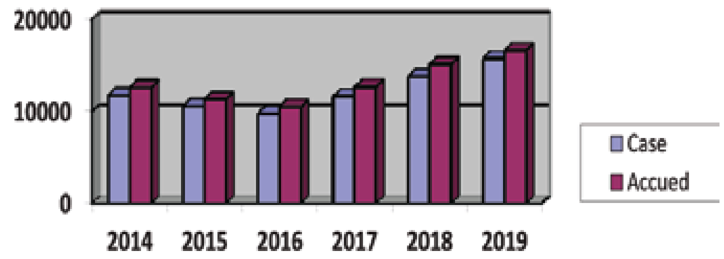

খ. ২০১৪-২০১৯ (নভেম্বর মাস পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণ:

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল (লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৪	-	৩৩,৭৫১	৪৫.৪১৮	৬.৫১	১০,৯৫৭	৪,৫৫১ কেজি	৯,৩০১	৬,৭৬,১৪৩
২০১৫	৫,৩০০	৩০,৮১৮	৩৮৩.৫	১১.৩০২	৮,০১৩	৪,৪৫৫ কেজি, ৪৭ টি	২২,৩২৫	৩৩,৭৯,৮৮০
২০১৬	-	২৪,৪৮৩	১৯২.৫	৮.৪৭৪	৪,৮৩৭	৩,৩৫০ কেজি, ৬২৩টি	১২,৩৩১	১৩,১৪,৭৫৯
২০১৭	-	৩০,৬০১	৩১.৬২	১৯.৩৯৫	৬,৩১০	৪,২৩৫ কেজি, ২২১টি	১৪,৭৬০	১১,৫৮,৭৭০
২০১৮	০.৭৫	২৩৪৭৬	১০.৮	১৩.২৯৭	৩,০০৯	২৮৫৮ কেজি, ৩৯ টি	৬৪,২৫৬	২৫,৯৩,৯৮৩
২০১৯(নভেম্বর)	-	২২৪৫০	১১.০৫	৯.৪৮	৩,৪২৯	১,৬৫৬ কেজি, ৭৪ টি	৯,৭২০	১০,৪৬,৭১১

গ. সকল সংস্থা (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড) কর্তৃক ২০১৪-২০১৯ (অক্টোবর মাস পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত সময়ে আটক উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
২০১৪	২.০৮৫	৭৪১১৩৭	৪৩৮.২১৮	৭৮.৩০৩	২৯৩২৫৪	৩৫৯৮৮.৫৬ (৭২৭)	১৭৮৮৯	৬৫১২৮৬৯
২০১৫	৫.৭৭৮	৮৭০২১০	৫১০৪.৭৫	১০৭.৫৩৯	৩২২৫৮৯	৩৯৯৬৭.৫৯৪ (৭৬১)	৮৫৯৪৬	২০১৭৭৫৮১
২০১৬	০.৬২০	৫৬৬৫২৫	২৭৫.৬৮	৩৬৬.৭৮৫	২৮৪২০৪	৪৭১০৪.৬৫৫ (৮৯৪)	১৫২৭৪০	২৯৪৫০১৭৮
২০১৭	৫.০৫০	৭২০৮৪৩	৩৩৮.৭২	৪০১.৬৩৩	১৭৫৮০৬	৬৯৯৮৯.৫০৮ (৫৩৮)	১০৯০৬৩	৪০০৭৯৪৪৩
২০১৮	০.৭৫০	৭১৫৫২৯	৫৩৯.৯৫	৪৫১.৫০৬	১০৫৭১৯	৬০২৯৫.১২৪ (২৭২)	১২৮৭০৮	৫৩০৪৮৫৪৮
২০১৯ (অক্টোবর পর্যন্ত)	০	**৭৮০৮৯৭**	**৮৩.০৫**	**২৯৬.২৮**	**৯৩০৪৩**	**২৬৯৪১.১৩** (৭৭)	**১২৯৫২১৭**	**২৫২৪৬৬৮৪**

মাদকদ্রব্য জব্দের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, দেশে হেরোইনের অপব্যবহার বেড়েছে। গাঁজার অপব্যবহার ২০১৪-২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান ছিল, তবে ২০১৯ সাল থেকে গাঁজার অপব্যবহার কিছুটা কমছে। কোডিন মিশ্রণের (ফেন্সিডিল) পরিমাণ ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৮ সালে স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ইনজেক্টিং ড্রাগের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে ইনজেক্টিং ড্রাগের অপব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সাল থেকে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াবা উদ্ধারের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে।

ঘ. ২০১৪-২০১৯ (নভেম্বর মাস পর্যন্ত) মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান :

সাল	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
১	২	৩	৪	৫
২০১৪	১৪,৮১৫ টি	৭,৯৪৮ টি	৮,৩২০ টি	৮,৩২০ টি
২০১৫	১৪,৯৩৭ টি	৭,৪৮৭ টি	৭,৮২৩ টি	৭,৮২৩ টি
২০১৬	১৩,৫৪১ টি	৬,৪৩০ টি	৬,৫৯২ টি	৬,৫৯১ টি
২০১৭	১২,২১২ টি	৫,৯৯১ টি	৬,০৪৪ টি	৬,০৪৪ টি
২০১৮	১৩৮২১ টি	৬৭৭৬ টি	৬৮৬৬ টি	৬৮৬৬ টি
২০১৯ (নভেম্বর মাস পর্যন্ত)	১৬২৫২ টি	৮৪৭৮ টি	৮৫১৭ টি	৮৫১৭ টি

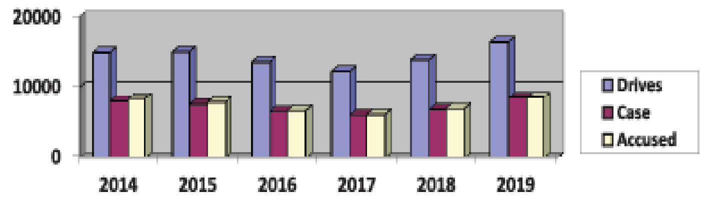

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ:

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামি			পেন্ডিং মামলা
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	মোট	
২০১৪	১৭১৬ (৬৪%)	৯৭৩	২৬৮৯	১১৭৫ (৫২%)	১১১২	২২৮৭	৫৮,৩৫২ টি মামলা
২০১৫	৮৯২ (৪৭.৬%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮.২%)	১০৪২	২০১৩	
২০১৬	২৩৫৬ (৪২%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৩৯%)	৪২০৬	৭১৩৩	
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২৬৮০	
২০১৮	৫৯২ (৪২%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১৫৪২	
২০১৯ [নভেম্বর পর্যন্ত]	৫২৪ (৩৯%)	৮২১	১৩৪৫	৫৭১ (৩৯%)	৯৬৬	১৫৩৭	

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত মহাপরিচালক পর্যায়ে ৬টি ফলপ্রসূ দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় লাগসই সহযোগিতা প্রাপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন, Republic of Korea নিকট থেকে ক্ষমতার বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সরবরাহ প্রাপ্তি ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নয়াদিল্লিস্থ যুক্তরাষ্ট্রের DEA অফিসের সাথে MOU সম্পাদনের ফলে মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী তথ্য আদান প্রদান করা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষতিহ্রাস (Harm Reduction) কার্যক্রম

যেকোনো মাদকনির্ভরশীলতা একরকম শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণে শরীরের ওজন কমতে থাকে, অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইয়াবাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে মাদক হিসেবে এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এর ফলে কিডনি, লিভার ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদে যৌনক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ফেনসিডিল খাওয়ার কারণে ক্ষুধা, যৌনক্ষমতা, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। হেরোইন সেবনে লিভার সমস্যা, ফুসফুসে সংক্রমণ, তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য, কিডনি রোগ, হার্ট ও ত্বকে সমস্যা, হেপাটাইটিস, নারীদের সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা, গর্ভপাত ইত্যাদি হতে পারে। আফিম খেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যা থেকে অবচেতন হয়ে পড়া এবং বেশি পরিমাণে খেলে মৃত্যুও হতে পারে। মুখ ও নাক শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ও কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভার সিরোসিস থেকে শুরু করে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন অনেকে। গাঁজা শিরার ক্ষতি করে, ফলে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হয়। সেইসঙ্গে মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণে স্মৃতিশক্তির সমস্যা দেখা দেয়, পুরুষের টেস্টিকুলার ক্যান্সার হতে পারে। এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়, কমে যায় দৃষ্টিশক্তি।

ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩২৩ টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যার বেড সংখ্যা ৪০৯৩টি।

বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

মাদকাসক্ত লোকের সঠিক পরিসংখ্যান বলা বেশ কঠিন। তবে সারাদেশে আনুমানিক ৭০ লক্ষাধিক লোক মাদকাসক্ত। বিশাল এই সংখ্যার সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি টিম ভারত ও নেপাল সফর করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অধিদপ্তর কাজ করছে। সরকারিভাবে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে সরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-পেয়িং ওয়ার্ড এবং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি পেয়িং সম্বলিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত করে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়, যার বেড সংখ্যা ছিল ২৫ শয্যা নন-পেয়িং এবং ১৫ শয্যা পেয়িং। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১০.১২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের চিকিৎসার জন্য ১০টি শয্যা বৃদ্ধি করে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ৫০ শয্যার নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধাসহ বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ১২৪ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	শয্যা সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চীফ কনসালটেন্ট	ঢাকায় অভিভাবকদের সাথে সাপ্তাহিক কনসালট্যান্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	১১৫ পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম	তত্ত্বাবধায়ক	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	২৪/২ উপ-শহর, রাজশাহী	তত্ত্বাবধায়ক	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৫	১০৯ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা	তত্ত্বাবধায়ক	

মাদকাসক্ত যে কোনো ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। দরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্প মূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে আন্তঃবিভাগে ৮,১৮০ জন এবং বহির্বিভাগে ১৪,২৫৭ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ১২৪ শয্যায় এবং অবশিষ্ট বিভাগীয় তিনটি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, বিভাগীয় শহরে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ ও ৪২ টি জেলায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে সম্প্রতি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ডাইরেক্টরি প্রকাশ

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য সরকারি পর্যায়ে ৪টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নিবন্ধিত ৩২৩টি (নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আছে। কিন্তু দেশে মাদকাসক্ত ও তাদের পরিবারের অনেকেই মাদকাসক্তদের কোথায় চিকিৎসা দেয়া হয় সে সম্পর্কে অবহিত নন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ডাইরেক্টরি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে যদি নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা না দেওয়া হয় তাহলে পুনরায় তারা মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রদান করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর বন্ধ থাকার পর প্রায় ৬ মাস আগে পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা পুনরায় চালু করা হয়। প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে। ফলে উক্ত পরিবার মাদকমুক্ত থাকতে পিতা-মাতার সহযোগিতা পাচ্ছে।

সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত রোগীর পরিসংখ্যান :

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু	পুরুষ	মহিলা			
২০১৪	২৭৭৩	১	৭৫৬৬	২৪	১০,৩৬৪	৪৯৬৮	৫৩৯৬
২০১৫	২২৩০	৮	৭২৪৩	৩	৯৫০৪	৪৩০২	৫২০২
২০১৬	৩৬১১	৪৭	৯১১৪	৪৩	১২৮১৫	৮০৮২	৪৭৩৩
২০১৭	৪৬৭৯	৭৪	৯৯০৭	২৮	১৪৬৮৮	৯১৫৩	৫০৭৬
২০১৮	৮৯০০	৮০	১৪১৬৬	৯১	২৫১৪৩	১২৯০৮	১২২৩৩
২০১৯	৯৬০৩	৮০৪	১৫১৫৬	৩৬০	২৫৯২৩	১০৪০৭	১৫৫১৬

বেসরকারি পর্যায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা:

বছর	মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
২০১৪	৪৯৬৮
২০১৫	৬৯১২
২০১৬	৯৩৯৭
২০১৭	১০৬৬৭
২০১৮	১২৮৯২
২০১৯	১২৬৮৬

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে মতবিনিময় সভা

গত ১৪ মে, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি, এনফোর্সমেন্ট কমিটি, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করাসহ বিদ্যমান মাদকদ্রব্য আইনের সংশোধন, মাদকবিরোধী প্রচার জোরদারকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকের পাচাররোধকল্পে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদারকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দ্রুত সেবায় হটলাইন

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের গোপন তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২০১৫ সালে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য হটলাইন চালু করা হয়। এছাড়া মাদক অপরাধ দমন সংক্রান্ত কাজের জন্য ২০১৭ সালে মাদকপ্রবণ ৫টি জেলায় (রাজশাহী গোদাগাড়ী, দিনাজপুরের হিলি, কুমিল্লার বিবির বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ও কক্সবাজারের টেকনাফে) অধিদপ্তরের সহযোগী ফোর্স হিসেবে আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। ০১৯০৮৮৮৮৮৮৮, এই নম্বরে ফোন করে অবৈধ মাদকচোরাচালান সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য প্রদান করা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন

২০১৮ সালে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল নিম্নরূপ:

সর্বমোট জনবল (মঞ্জুরীকৃত)	কর্মরত জনবল	শুন্য জনবল	মন্তব্য
৩০৩২	১৩১৮	১৭১৪	

মাদক সমস্যা : সমাধানে করণীয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকে মাদকমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নানা সমস্যার মধ্যেও এ প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেক। বিশ্বজুড়েই মাদককে এখন ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গভীর এই বিপদ রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না। তাছাড়া মাদক সমূলে উৎপাটন করাও সহজ নয়। তবে বাস্তবভিত্তিক ও কৌশলী পদক্ষেপে মাদক সমস্যা নিরসনে দ্রুত সাফল্য আসতে পারে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ–

১. **বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান :** মাদক আগ্রাসন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের মতো উন্নত দেশগুলোর আদলে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে বিশ্বমানে উন্নীত করে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে।

২. **স্ট্রাইকিং ফোর্স :** অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীয় শহর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহে র‍্যাব-এর মতো স্ট্রাইকিং ফোর্স সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩. **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ :** জনসচেতনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে এনজিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. **মিডিয়ার ভূমিকা :** ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত করা।

৫. **জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র :** মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৬. **সীমান্ত ও সেফটি নেটওয়ার্ক :** সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারে জড়িত অতি দরিদ্রদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেফটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

৭. **ঝুঁকি কমানো ও ভাতা :** কাজের ঝুঁকি বিবেচনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন ও ঝুঁকিভাতা প্রবর্তন করতে হবে।

৮. **পৃথক আদালত :** মাদক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আদালত গঠন করতে হবে।

৯. **একাডেমিক শিক্ষা :** পাঠ্যবইয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে মাদকের উপর বিষয় সন্নিবেশ করতে হবে।

শেষ কথা

মাদক আগ্রাসনের মতো বহুমুখী ও জটিল একটি সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দিনরাত নিয়োজিত থাকছেন। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। কিন্তু শুধু আইনের প্রয়োগ করে কোনো একক সংস্থার পক্ষে এ জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। ব্যাপক পরিসরের এ কার্যক্রম আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, কর্মীদের দক্ষতা ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। সবার আন্তরিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত মাদকমুক্ত দেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি দমন কমিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একসাথে কাজ করবে

গত ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন দুদকের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ।

দেশে মাদক সমস্যা মোকাবেলায় দুর্নীতি দমন কমিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একসাথে কাজ করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ গত ২০/১১/২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, মাদক, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস একই সূত্রে গাঁথা। মাদকের সর্বনাশা আগ্রাসন প্রতিরোধে সব সময় সচেষ্ট ছিল দুর্নীতি দমন কমিশন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে দুদক মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। তিনি বলেন, সীমান্তে দায়িত্ব পালনকারীদের ওপর নজরদারী করা হচ্ছে, অবৈধ মাদক অনুপ্রবেশে সহায়তাকারীদের সম্পদের তালাশে নামবে দুদক। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার আখ্যায়িত করে তিনি এ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে তিনি সামাজিক শক্তিগুলো উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং দুদককে সাথে পেলে অধিদপ্তরের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, বিভাগীয় পরিচালকদের নিয়ে মাসিক ও প্রতি তিন মাস অন্তর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো গতিশীল করার জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ভারত থেকে পেঁয়াজের ভেতরে আসছে ইয়াবা

মাদকের ভয়াবহতা কিছুতেই কমছে না। এর আদান-প্রদানেও নিত্যপরিবর্তন আসছে। পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার ও ভারত থেকে সীমান্তপথে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক দেশে ঢুকছে। ভারত থেকে অভিনব পদ্ধতিতে পেঁয়াজের ভেতরে করে ইয়াবার চালান আনা হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লা সীমান্তে এমন চালান ধরা পড়েছে।

কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের মৌসুমী ফল তরমুজ, কাঁঠাল, লাউ, কুমড়ার ভেতর ঢুকিয়ে ভারত থেকে আনা হচ্ছে ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য। ছোট-বড় নানা যানবাহনে করেও বিভিন্ন কৌশলে ভারত থেকে মাদক আসছে, যা পরবর্তী সময় ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। সম্প্রতি পেঁয়াজের ভেতরে করে ইয়াবা আনা হয়েছে। পেঁয়াজ কাটার পর সেটি ধরা পড়েছে।

কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে- হেরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, বিয়ার, বিভিন্ন ধরনের মদ, রিকোডেক্স সিরাপ, সেনেগ্রোসহ নানা প্রকার মাদক ও যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ইনজেকশন।

এ বিষয়ে কুমিল্লার মাদকদ্রব্য অধিদফতরের উপপরিচালক মোঃ মানজুরুল ইসলাম বলেন, 'কিছুদিন আগেও ইয়াবা ট্যাবলেট মিয়ানমার থেকে কক্সবাজার হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার হতো। বর্তমানে মিয়ানমার থেকে সরাসরি ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে কুমিল্লায় ঢুকছে।'

অপারেশনাল কার্যক্রম

১.
চট্টগ্রাম মেট্টোঃ উপঅঞ্চল কর্তৃক গত ১০/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ ফিরিঙ্গীবাজার এলাকা থেকে ১৮,০০০ (আটার হাজার) পিস ইয়াবাসহ একজন আটক করা হয়।

২.
গত ১১/১২/২০১৯ তারিখ ডিএনসি চট্টগ্রাম মেট্রোঃ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে মোট ২৭৫০ পিস ইয়াবাসহ ০৩ জন মাদকব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রাম নগরীতে ইয়াবাসহ ৩ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

৩.
গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টেকনাফ থানাধীন সাবরাং হাবিছড়াস্থ মোঃ হারুন ও মোঃ সালমান নামীয় ০২ (দুই) জন আসামীকে ২৬০০ পিস ইয়াবাসহ আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, টেকনাফ বিশেষ জোন।

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

পাবনার সাথিয়া উপজেলায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশাল মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ্যাড. মোঃ শামসুল হক টুকু এমপি।

পাবনার সাথিয়া উপজেলায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশাল মাদক বিরোধী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্ব দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ্যাড. মোঃ শামসুল হক টুকু এমপি এবং অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (সচিব)।

১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও ইভটিজিং বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব এ.এইচ.এম জামেরী হাসান, ইউএনও সদর, নরসিংদী বক্তব্য রাখেন।

'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' ২৬ জুন, ২০১৯ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক কেআইবি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বক্তব্য রাখছেন।

'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' ২৬ জুন, ২০১৯ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক কেআইবি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভার একাংশ।

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

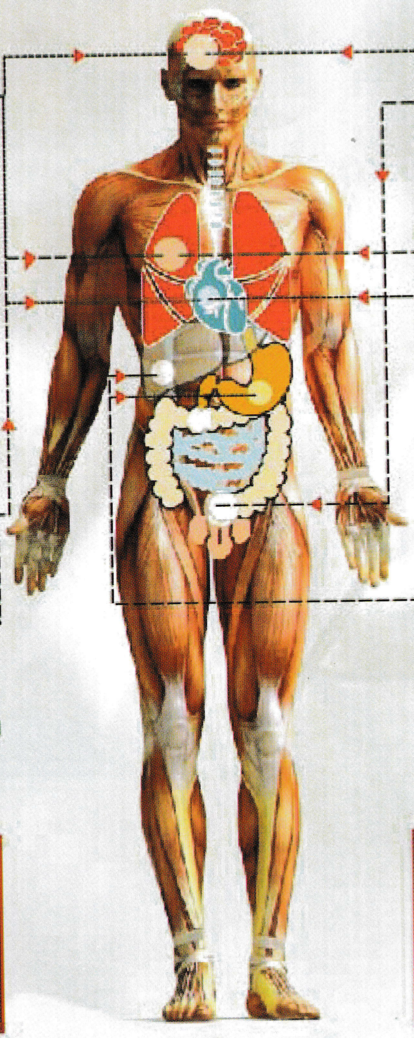

ইয়াবা সেবনে ঃ

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
- কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

গাঁজা সেবনে ঃ

- ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
- মতিভ্রম হয়।

ফেন্সিডিল/ হেরোইন সেবনে ঃ

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।

মদ্য পানে ঃ

- গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধূমপানে ঃ

- মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
- ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।

ইনজেকশনের মাধ্যমে ঃ

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু

সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।

"জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd